# শান্তিপুরে রাস্তা তৈরি নিয়ে প্রকাশ্যে বিবাদ শাসক দলের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, শান্তিপুর:** গ্রামের রাস্তা তৈরি নিয়ে প্রকাশ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে শান্তি পুর থানার ফুলিয়াপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় আহত হন বেলগড়িয়া পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধান, উপপ্রধান ও এক পঞ্চায়েত সদস্য।

তৃণমূল পরিচালিত বেলগড়িয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের তরফে ফুলিয়াপাড়া এলাকায় একটি কংক্রিটের রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল। রাস্তা তৈরির কাজের তদারকি করতে সেখানে ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান সুমিতা সরকার, উপপ্রধান সুনীল বসাক এবং স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্য। তাদের অভিযোগ, রাস্তার কাজ চলাকালীন স্থানীয় কিছু যুবক তাদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু করে। রাস্তা তৈরির কাজে বাধা দেওয়া হয়। ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়।

যদিও অন্য গোষ্ঠীর দাবি, পঞ্চায়েতের রাস্তা তৈরির কাজে কোনও সিডিউল দেওয়া হচ্ছিল না। সিডিউল দেওয়ার দাবি জানাতেই তাদের সঙ্গে বচসা বাধে পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্যর। বচসা থেকে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় পঞ্চায়েত প্রধান সুমিতা সরকার ও এক পঞ্চায়েত সদস্যকে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। জখম প্রধান জানিয়েছেন, হামলাকারীরা তাদের দলের কর্মী। এরা সিপিআই (এম) থেকে দলে এসেছে সম্প্রতি।

## অস্ত্র কারখানার হদিশ পুলিশের, গ্রেফতার ২

**নিজস্ব সংবাদদাতা, : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অস্ত্র কারখানার হদিশ পেল পুলিশ। গ্রেফতার করা হল দু'জনকে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে। জানা গেছে, প্রথমে পুমিলা থেকে সুদাম মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। ৯টি অস্ত্র উদ্ধার হয় তার কাছ থেকে। এর পরই তাকে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে পুমিলা অঞ্চলে অস্ত্র কারখানার নাম। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বেশকিছু অস্ত্রসহ একাধিক সরঞ্জাম সহ মানিক ঘোষ নামে আরও এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। ধৃতের বাড়ি শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায়। ধৃতদের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত আছে তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।**

## গ্রামীণ চিকিৎসকদের বার্ষিক সভা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: নিজেদের স্বীকৃতি আদায়ের দাবি উঠে এল হাওড়ার গ্রামীণ চিকিৎসকদের দ্বিতীয় বার্ষিক সভায়। হাওড়া হেলথ-কেয়ার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এই সভা। এছাড়াও এই সভায় রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০ জন রক্তদান করেন এই শিবিরে। বিশিষ্ট চিকিৎসকরা যেমন মনোরঞ্জন দেয়াশি, অসিত হাজরা, সুরজিৎ মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এছাড়া সমাজসেবী আনন্দ চ্যাটার্জি, ভরত পুশারি, সুরজিৎ কোলে, কুমুদরঞ্জন কোলে, রাজেশ কুমার রজক, সুজিত সিং, শেখ আকবর উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সভাপতি বাচ্চু কোলে ও সম্পাদক মুরারি মোহন কাঁড়ার বলেন, গ্রামীণ চিকিৎসকদের সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে।**

# জঞ্জাল দিয়ে বাড়ি ময়লা হয়, শুভ কাজ হয় না : অভিষেক ব্যানার্জি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম:** জঞ্জাল দিয়ে কোনও জায়গাকে ময়লা করা যায়, শুদ্ধ করা যায় না। বুধবার ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে নাম না করে মুকুল রায় সহ তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত নেতাদের জঞ্জালের সঙ্গে তুলনা করেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। গোপীবল্লভপুরে বর্গী ডাঙার মাঠে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতি ও প্রস্তাবিত এফআরডিআই বিলের প্রতিবাদ সভায় নিজের ভাষণের শুরুর থেকেই বিজেপি ও তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন অভিষেক ব্যানার্জি।

তিনি ছাড়াও এই সভায় রাজ্যের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র, ঝাড়গ্রামের সাংসদ উমা সরেন, রাজ্যসভার সাংসদ মানস ভুইঞা, সবং-এর বিধায়ক গীতারানি ভুইঞা, মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো, বিধায়ক সুকুমার হাঁসদা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, কয়েক দিন আগে বিনপুরে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা, লকেট চ্যাটার্জিরা সভা করে তৃণমূল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, তারই পাল্টা সভা করল তৃণমূল।

যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বলেন ৩৪ বছরের অনুন্নয়ন আর সন্ত্রাসের আবহাওয়া ছেড়ে রাজ্যে উন্নয়নে গতি এসেছে। অথচ বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরা সেটা দেখতে পারছে না। বুঝেছি, ওদের চোখে ছানি পড়েছে। এই ছানি কাটিয়ে বিজেপি, সিপিএমের নেতাদের উন্নয়ন দেখার ব্যবস্থা করতে নতুন প্রকল্প আনবে সরকার। সেই প্রকল্প হবে ছানিশ্রী। বিনা মূল্যে বিজেপি-সিপিএমের নেতা-নেত্রীদের চোখের ছানি কাটানো হবে।

## অনুব্রতর পুরোহিত সমাবেশের পাল্টা ব্রাহ্মণদের সমাবেশে উপস্থিত মমতার দূত রাজীব

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাকপুর:** বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণেশ্বরে রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। মুখ্যমন্ত্রীর দূত হিসেবে এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের সনাতন ব্রাহ্মণদের সমস্যা নিয়ে বিবেচনা করবে রাজ্য সরকার, প্রকাশ্য সমাবেশে আশ্বাস দিলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব। বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডলের হিন্দু পুরোহিতদের সমাবেশের পর ফের হিন্দু ব্রাহ্মণদের সমাবেশে হাজির হতে দেখা গেল রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যদিও এদিন রাজীবের গলায় ছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সমালোচনা। তিনি বললেন, রাজনীতির এ উর্দ্ধে উঠতে হবে আমাদের সমাজকে। এই রাজ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদের কোনও জায়গা নেই। কেন্দ্রে যারা আছে তারা হিন্দুত্ববাদ নিয়ে রাজনীতি করে। সনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণরা সমাজের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশ নিয়ে সমাজ সংস্কার করেছিলেন। তাদেরও বিভিন্ন সমস্যা আছে। রাজ্য সরকার জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পাশে থাকে। সনাতন ব্রাহ্মণদের সমস্যার বিষয় নিয়েও বিবেচনা করবে রাজ্য সরকার। আমরা ওদের পাশে থাকব। ওরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওদের এই সমাবেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওনার দূত হিসেবে আমি এই সমাবেশে এসেছি। তবে বীরভূমের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের পুরোহিত সমাবেশের সঙ্গে রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের এই সমাবেশের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তবে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে হিন্দু ব্রাহ্মণদের এই সমাবেশে রাজ্যের মন্ত্রীর উপস্থিতি হিন্দু ভোট ধরে রাখার জন্য বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এই সনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কামারহাটি পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল সাহাও।

# প্রচার পাওয়ার জন্যই বিধায়ক পুরোহিত ভাতার দাবি তুলছেন : অনুব্রত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, সিউড়ি:** তৃণমূলের পুরোহিত সম্মেলনের পর ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। পুরোহিত ভাতার দাবিতে সিউড়ির রাস্তায় হাঁটলেন বীরভূমের হাঁসন কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক মিলটন রশিদ। জেলা প্রশাসনের অফিসের সামনে থেকে গলায় পুরোহিত ভাতার প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে। এভাবে তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়ান পথচারীরা। কিন্তু, বিধায়ক ছিলেন নির্বিকার।

উল্লেখ্য, প্রথম বিধানসভায় পুরোহিত ভাতার দাবি তোলেন কংগ্রেস বিধায়ক মিলটন রশিদ। তাঁর দাবি, সরকারিভাবে পুরোহিত ভাতা দেওয়া যায় কি না ভাবনাচিন্তা করা হেক। ভাতা দেওয়া হলে তার পরিমাণ কত হবে জানানো হোক। মিলটনবাবুর দাবির ভিত্তিতে গত বছরের ২২ নভেম্বর বিধানসভার অধ্যক্ষর অনুমোদন নিয়ে সেই আবেদন পাঠানো হয় অর্থ দফতরে। কিন্তু, এখনও সে নিয়ে কোনও জবাব পাওয়া যায়নি বলে জানান কংগ্রেস বিধায়ক।

এদিকে পুরোহিতদের নিয়ে সোমবার বোলপুর সম্মেলন করে তৃণমূল। কিন্তু, সেখানে আশার আলো না পেয়ে ক্ষুব্ধ হন পুরোহিতরা। মিলটনবাবুর বলেন, দল নয়, মানুষ হিসেবে তৃণমূলের ব্রাহ্মণ সম্মেলনের অনেক আগে থেকে পুরোহিত ভাতার দাবিতে সরব হয়েছি আমি। যদিও মিলটনের এই অভিনব দাবিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নয় তৃণমূল থেকে বিজেপি। তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের কথায়, এটা প্রচার পাওয়ার কৌশল। আর মিলটনবাবুর কথায়, মাতালরা মারা গেলে টাকা দিতে পরে সরকার। কিন্তু, পুরোহিত ভাতা চালু নিয়ে কোনও উত্তর দিতে পারে না। অথচ পুরোহিতদের নিয়ে সম্মেলন করতে হয় তৃণমূলকে। কিন্তু মোয়াজ্জেমদের ভাতা চালুর সময় সম্মেলন করতে হয়নি।

বিজেপি জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায় বলেন, ভোট পেতে এরাই কেউ হিজাব পরেছে। এখন হিন্দু সেজে সমাজকে জাতিগতভাবে ভাগ করার চেষ্টা করছে। সোমবার বোলপুরে তৃণমূলের ব্রাহ্মণ সম্মেলন ঘিরে নানা বির্তক তৈরি হয়েছে জেলাজুড়ে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ভাতার দাবি নিয়ে গত নভেম্বর থেকেই সরব হয়েছেন হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক মিলটন রশিদ। তারাপীঠে সেই দাবিতে তাঁর এলাকার ব্রাহ্মণদের নিয়ে মিছিলও করেছেন। দাবি তুলেছেন বিধানসভায়। সিউড়িতে গতকাল গলায় সেই দাবির স্বপক্ষে প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে জনমত তৈরির চেষ্টা করেন তিনি। বলেন, যাঁদের সামনে রেখে আমরা নমাজ পড়ি। যাঁদের হাত ধরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের নানা ক্রীড়া চলে, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিচে বসিয়ে রাজনৈতিক পণ্ডিতরা বোলপুরে উপরে বসে রইলেন। এটা আমার কাছে দৃষ্টিকটু মনে হয়েছে।

মিলটনবাবু জানান, ১২ জানুয়ারি কলকাতার ধর্মতলায় সংখ্যালঘুদের নিয়ে বিবেক জয়ন্তী থেকে পুরোহিত ভাতা চালু এবং মৌলবি, মোয়াজ্জেম ভাতা বাড়ানোর দাবিতে সরব হলেন তিনি। একই সঙ্গে পুরোহিত ভাতার দাবি নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলায় সাধু সন্তদের কাছে হাজির হবেন।

যদিও তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বলেন, বোলপুর ব্রাহ্মণ সম্মেলন দেখে অনেকের মাথা ঘুরে গেছে। পরবর্তীতে রামপুরহাটে সংখ্যালঘু সম্মেলন হবে। একই তফসিলি জাতি, আদিবাসী ভাই-বোনদের নিয়ে সম্মেলনও করবে দল। এই সম্মেলন দেখে অনেকেই তাঁদের নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে।

# অসম থেকে বাঙালি খেদানো হচ্ছে না : মুকুল রায়

**নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া:** অসম থেকে বাঙালি খেদানো হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণের কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী কিছুই জানেন না। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বুধবার বলেন, বিজেপি নেতা মুকুল রায়। তিনি এদিন হাওড়ায় বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দিতে এসেছিলেন। সেখানেই সাংবাদিকদের তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী না জেনে এ সব বলছেন। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে এক সরকারি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন আসাম থেকে বাঙালিদের খেদানো হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন মুকুল রায় একথা বলেন। উল্লেখ্য, হাওড়ার উলুবেড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী অনুপম মল্লিক মনোনয়নপত্র জমা দেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ লাটুয়ার হাতে। তার আগে উলুবেড়িয়ার মনসাতলা থেকে রানিহাটি পর্যন্ত মিছিল করে বিজেপি। ছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়, দিলীপ ঘোষ এবং মুকুল রায়। এদিকে, মুকুল রায় এদিন অনুব্রত মণ্ডলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, ভোলাবাবা রাইস মিলটা কার। উনি কী বলতে পারবেন।

বুধবার হাওড়ার ডিএম বাংলোয় উলুবেড়িয়া লোকসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অনুপম মল্লিক মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিন সকাল পৌনে বারোটা নাগাদ তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন। এই কর্মসূচিতে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায় প্রমুখ। মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বেরনোর সময় অনুপমবাবু বলেন, আমি কিছুদিন আগে মার খেয়েছি। কিন্তু বিজেপি কর্মীরা কাউকে ভয় পায় না। বিজেপি নেতা মুকুল রায় জানান, কিছুদিন আগে কয়েকটি জায়গায় পৌর নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে দেখা গেছে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে অবস্থা ছিল বর্তমানেও সেই অবস্থা। বাংলার নির্বাচন ফ্রি এবং ফেয়ার নয়। স্বাভাবিকভাবে বাংলায় গণতন্ত্রের ছিল না পুন:প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩৪ বছর বাংলায় গণতন্ত্র কিছু ছিল না। ২০১১ সালে এই ইস্যুতে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিল। ভাবতে খারাপ লাগছে এত তাড়াতাড়ি গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য আবার রাস্তায় নামতে হবে। মাঠে লড়াই করতে যখন নেমেছি, পরীক্ষা দিতে বসেছি তখন প্রথম হওয়ার আশা নিয়েই নেমেছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যে মাওবাদী অধ্যুষিত কোনও জায়গা নেই। তাহলে দাবি করার কী প্রয়োজন। হয় তিনি বলুন মাওবাদী এলাকা আছে অথবা মাওবাদী এলাকা নেই। মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানেন না। আমার বলতে খারাপ লাগছে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে।

# পাইপ চুরির অভিযোগে সরব কংগ্রেস

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর:** বহরমপুর পৌরসভার জল প্রকল্পের ১ কোটি ২৫ লাখ টাকার পাইপ চুরির অভিযোগ নিয়ে এবার সরব হল কংগ্রেস। পাইপ চুরির অভিযোগ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়ে বহরমপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক মনোজ চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন। চুরির সঠিক তথ্য জনসমক্ষ আনতে একই চিঠি পাঠানো হয়েছে জেলাশাসক, পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকেও। আজ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'এই সম্পত্তি জনগণের সম্পত্তি। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত জানতে পারা গেল না সঠিক কত টাকার পাইপ চুরি গেছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তাও জানা যায়নি। পুরো বিষয়টির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক ও পৌরমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছি।'

জানা গেছে, বহরমপুর পৌরসভার আওতায় বাড়ি বাড়ি জলের পাইপ লাইন বসানোর আজ চলছে। মাস দেড়েক ধরে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। সেই হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় পাইপ মজুত করে রাখা হয়েছিল। গত ৩১ ডিসেম্বর দিনের বেলায় বহরমপুর কুমার হস্টেলের মাঠ থেকে বহু পাইপ তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পৌরসভার সাইনবোর্ড লাগিয়েই এই পাইপ তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

আনুমানিক ১ কোটি ২৫ লাখ টাকার সেই পাইপের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। চুরি যাওয়ার তিন দিন পর বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নীলরতন আঢ্য। তদন্তে নেমে বহরমপুর থানার পুলিশ এখনও চুরির কিনারা করতে পারেনি। পৌরসভার গাফিলতির অভিযোগ তুলে ঘটনায় পরোক্ষভাবে পৌরসভার হাত রয়েছে বলেই বিভিন্নমহল থেকে অভিযোগ উঠছে।

বুধবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে আরও স্পষ্ট করে মনোজ চক্রবর্তী ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠান। বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক হিসাবে এটা তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলে মনোজবাবু দাবি করেছেন। অন্যদিকে, পাইপ চুরি নিয়ে পৌরসভার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

## শিশু জগৎ

বিন্দুগুলি যুক্ত করো

### সুডোকু মেলাও — বুদ্ধি বাড়াও

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | 1 | | | 7 |
| | 1 | | | 2 | 6 | | | |
| | | 6 | | | 7 | 1 | 3 | |
| 7 | 8 | | | | | 3 | | 6 |
| 2 | 5 | | | | | | 8 | 1 |
| 6 | | 3 | | | | | 9 | 5 |
| | 3 | 2 | 7 | | | 5 | | |
| | | | 1 | 4 | | | 7 | |
| 5 | | | 2 | | | | | 9 |

### গতকালের সমাধান

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 |

### আবহাওয়া

**পূর্বাভাস:** বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ২৪ ডিগ্রি ও ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৩ ডিগ্রি ও ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৫৭ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ০৬।১৮, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৫।১০ **জোয়ার:** সকাল ৯.২৪। **ভাঁটা:** বিকাল ৪.২২।

### — সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

### বিজ্ঞপ্তি

*এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করি না এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।*

*–সম্পাদক*

### মুদ্রা বিনিময় হার

**RBI REFERENCE RATE**

| | |
|---|---|
| INR / 1 USD | : 63.8264 |
| INR / 1 Euro | : 76.1385 |
| INR / 100 Jap. YEN | : 56.8100 |
| INR/1 Pound Sterling | : 86.2805 |

**শেয়ার সূচক**

| | |
|---|---|
| BSE | 34,433.07 ▼ (-10.12) |
| NIFTY | 10,632.20 ▼ (-4.80) |

### শব্দলিপি- ১০৮১

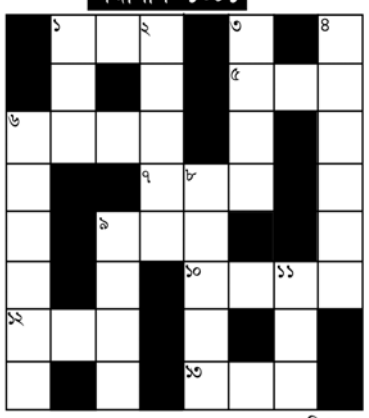

অনিমা ঘোষ

**পাশাপাশি ঃ** ১। পরিচয় ৫। ঝাঁজ ৬। নাকাল ৭। বাতাসে চালিত জলকনা ৯। মাংস ১০। বেকার ১২। উক্ত ১৩। ফুলের কুঁড়ি

**উপরনীচ ঃ** ১। বাসস্থান ২। পড়ে যায় এমন ৩। পুকুর ৪। বায়ুতনয় ৬। বর্তমান অবস্থা ৮। যষ্টপাতি ৯। পালিয়ে গেছে এমন ১১। হিরে

**সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১০৮০**

**পাশাপাশি ঃ** ১। খবরাখবর ৪। ময়রা ৫। কাদাজল ৭। মাধব ৮। খলিফা ১০। জপতপ ১২। রাজক ১৩। দরবিগলিত

**উপরনীচ ঃ** ১। খরাকবলিত ২। রাধিকা ৩। রসুল ৪। মহিমা ৬। দানখয়রাত ৯। ফারাক ১০। জলদ ১১। পরাগ

## ভাগ্যলিপি

**মেষ**
আপনারকাছেস্ত্রী বেশ কিছুদাবি রাখবে, যার ফলে আপনাকে অপরাধী বলে মনে হতে পারে।

**বৃষ**
ঝুটঝামেলারমধ্যে আপনি আজ পড়তে পারেন।

**মিথুন**
ভালোবাসা দিয়ে সবকাজকেজয় করারচেষ্টাকরুন।দেখবেনসমস্যা কেটে যাবে।

**কর্কট**
স্কুল চাকরিরতাদের কাছে আজকের দিনটি অত্যন্ত সমস্যারহতে পারে।

**সিংহ**
আপনারপরিকল্পনা আজসঠিক বলেপ্রমাণিতহবে এবং এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে সুবিধা পাবেন।

**কন্যা**
শান্তি খুঁজে পাবেন আজ। আপনার পরিকল্পনা মতো এগিয়েচললে সফল হবেন।

**তুলা**
পরিবারের সদস্যদের সাফল্যতা আসবে। আপনার ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে আজ।

**বৃশ্চিক**
জটিল দিন আজ রাস্নার করার ক্ষেত্রে সমস্যায়পড়তে পারেন।

**ধনু**
নিজেকে আজ প্রমাণ করার দিন।

**মকর**
চলতিসময় আপনারপক্ষে যাবে না তা ধরে নিয়ে এগোতে হবে সামনে দিকে।

**কুম্ভ**
হতাশ হবে না। সমস্যার সমাধান খুব শীঘ্রই হতে পারে।

**মীন**
অপেক্ষা করুন।আপনি ভালো খবর পাবেন।

**CHANGE OF NAME**

I, JOYDEEP MUKHERJEE, S/O. LATE DEBI PRASAD MUKHERJEE, RESIDENT OF POST OFFICE PARA, P.S.-KULTI, PIN-713343, DIST. PASHCHIM BARDHAMAN, DECLARE THAT IN AM THE PROPRIETOR OF S.D. TELEVISION NETWORK IT'S REGISTERED ADDRESS AT 1(83/1) SARADAPALLY, COURT MORE, ASANSOL. NOW ITS NEW OFFICE AT. 539/146 (47/A), KOHINOOR VILLA, RABINDRA SARANI, COURT MORE, BURNPUR ROAD, ASSANSOL-713304. AS PER AFFIDAVIT EXECUTIVE MAGISTRATE AT ASANSOL ON 28 JULY, 2017.

**নাম ও পরিবর্তন**

আমি Ashikur Mondal, পিতা, Ajed Ali Mondal গ্রাম-আবাদ, পোঃ সোনাকেনিয়া, থানা-হাবড়া, উঃ ২৪পঃ আমার বার্থ সার্টিফিকেটে পিতার নাম ভুলবসতঃ Md. Ajit Mondal হইয়াছে। গত ২৪/৪/২০১৭ বারাসত ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে পিতার নাম সর্বক্ষেত্রে Ajed Ali Mondal করা হইল।

**Change of Name**

Alagu Malai Kannan, son of Sapani Thevar(Father) & Devi Sapani(Mother), residing at Flat No.3B, Shantiniketan Apartment, 3rd Floor, Block -B, 24/B/1/A, Dr. Suresh Sarkar Road, Entally, Kolkata- 700 014 has become Alagu Malai Kannan Sapani vide affidavit dated 09.01.18 before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate, Kolkata. Alagu Malai Kannan Sapani & Alagu Malai Kannan are same and identical person.